প্রথম আলো

10 JUL 2006
তারিখ ... পৃষ্ঠা ...

টনক নড়েছে শিক্ষা ভবনের কর্মকর্তাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রাতের বেলা শিক্ষাভবনে একজন বহিরাগতও থাকতে পারবে না। শিক্ষাভবনে রাতের বেলায় বহিরাগতদের অবস্থান ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডের কথা স্বীকার করে বহিরাগত ঠেকাতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার কথা উল্লেখ করলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (মাউশি) অধ্যাপক দিলারা হাফিজ। কিছুদিন আগে নিযুক্ত মহাপরিচালক এসব ঠেকাতে আনসার বাহিনী মোতায়েনের কথা তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাসচিবের কাছে। কীভাবে শিক্ষাভবনের দুর্নীতি নির্মূল করা যায়, তা নিয়ে গত ২ জুলাই আলোচনায় বসেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাসচিব, মাউশির মহাপরিচালক ও শিক্ষক নেতৃবৃন্দ। শিক্ষাভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত ওই আলোচনায় দুর্নীতি নির্মূলে মহাপরিচালকের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা জানানো হয়। মাউশির সভাকক্ষে আলোচনায় অংশ নেন শিক্ষাসচিব ফারুক আহমেদ সিদ্দিকী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সাংসদ এ কে এম সেলিম রেজা হাবিব, সাংসদ আবদুস গফুর ভুঁইয়া, মাউশি পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক খোরশেদ আলম প্রমুখ।

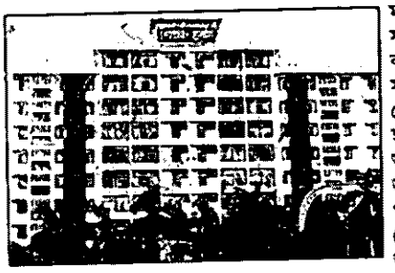

সভায় শিক্ষাভবন সম্পর্কে লিখিত অভিযোগে অধিদপ্তরের নিরাপত্তাই, তো-সম্পদের চুরি, অধিদপ্তরের ভেতরে অসামাজিক কার্যক্রম, দালালের অবস্থানের কথা উল্লেখ করা হয়। এসব রোধে আনসার নিয়োগ, রাতে আর্মড আনসারের টহল ও অধিদপ্তরে ঢোকার জন্য পাসের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়। শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক এসব পদক্ষেপের প্রশংসা করে এগুলো যেন শুধু উদ্যোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মহাপরিচালক অধ্যাপক দিলারা হাফিজ জানান, রাতের বেলায় একজনও বহিরাগত যেন না থাকে সেজন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১ জুলাই প্রথম আলোর ঢাকায় থাকি পাতায় রাতের বেলায় শিক্ষাভবনে বহিরাগতদের অবস্থান নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।